unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

কাঁথা

সূচিশিল্পে গল্প ও ঐতিহ্য

“

সংস্কৃতিগুলি যে কোনো মূল্যে মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করার মতো জিনিস নয়, সেগুলি প্রকৃত মানুষকে প্রভাবিত করার মতো একটা জীবন্ত ব্যাপার।

মার্থা নাসবাম

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (ধোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। ‘রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব’(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

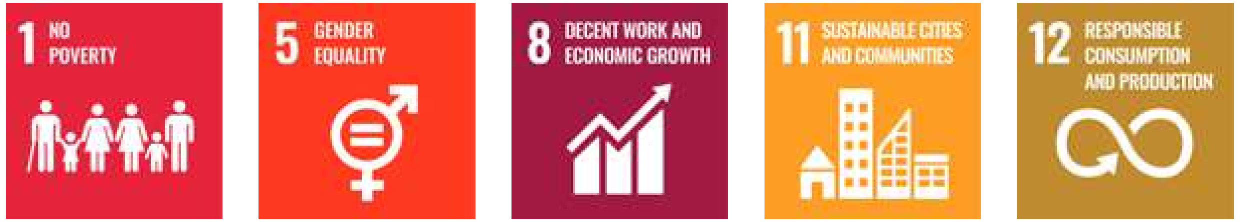

ঐতিহ্যবাহী কাঁথা

কাঁথা মূলত গ্রামবাংলার মহিলাদের একটি প্রাচীন সূচিশিল্প।

ঐতিহ্যবাহী এই সূচিশিল্পে গ্রামীণ মহিলারা ব্যবহৃত পুরনো কাপড় দিয়ে একটা নতুন এবং সম্পূর্ণ অন্যরকম জিনিস তৈরি করেন। আজকের যুগে কাঁথা হয়ে উঠেছে পুনর্ব্যবহার এবং সুস্থায়ী ফ্যাশানের এক প্রতীক। এটা শুধুই একটা কাপড়ের পুনর্ব্যবহার নয়, এর মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলে আসা পারিবারিক ঐতিহ্যগুলিকে বহন করে নিয়ে চলারও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। মহিলাদের সূচিশিল্পের মাধ্যমে তৈরি কাঁথার মোটিফগুলিতে ফুটে ওঠে পরিবার ও সম্প্রদায়ের নানা কাহিনি এবং তাদের স্বপ্ন আর ইচ্ছাগুলি। ঐতিহ্যগতভাবে কাঁথা বোনা হত অবসর সময়ে। বর্তমানে কাঁথা বোনা একটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কর্মরত শিল্পীরা কাঁথা বোনার প্যাশনকে পরিবর্তিত করেছেন এক জীবিকায়। সীমানা ভেঙে এই শিল্প আঙ্গিকটিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত করেছেন তারা। আরসিসিএইচ প্রকল্পে এখন গ্রামবাংলায় কাঁথা বোনার কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত আছেন ৩৬০০'র বেশি মহিলা। কল্পনার সৌন্দর্য দিয়ে কাঁথার নতুন সংজ্ঞা দিয়েছেন তারা। নকশি কাঁথা নামে বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী কাঁথা জিআই ট্যাগ (জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন বা ভৌগলিক নির্দেশক চিহ্ন) পেয়েছে।

স্থান

বীরভূমের নানুর এবং পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম পশ্চিমবঙ্গের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁথাশিল্প কেন্দ্র। এখানে রয়েছেন প্রায় ৩৬০০ মহিলা কাঁথাশিল্পী যারা এই বুনন ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চলেছেন। কাঁথা বোনাটাই এদের আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বের মূল শক্তি। এই শিল্পীরা অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে মিলে হস্তশিল্পটিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করতে আগ্রহী। বিভিন্ন মেলা এবং প্রদর্শনীতে অংশ নিচ্ছেন তারা।

নানুর

অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদীর মাঝখানে অবস্থিত নানুর, পাল এবং সেন যুগের টেরাকোটা মন্দিরগুলির জন্য বিখ্যাত। এটা কাঁথাশিল্পের এক পরিচিত কেন্দ্র। এই ব্লকের প্রায় ১৫০০ মহিলা কাঁথা ও সূচিশিল্পের সঙ্গে যুক্ত, এটা তাদের আয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। অনেক মহিলাই স্বীকার করেন যে, তারা দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছেন এবং মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন। কমবয়সী মেয়েরা কাঁথা বানানো শিখতে এবং তা জীবিকা করতে খুবই আগ্রহী। বহু মহিলা গড়ে তুলেছেন ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং হয়ে উঠেছেন সমাজ পরিবর্তনের দিশারী। নানুরে কাঁথাশিল্পের সঙ্গে জড়িত মহিলারা মূলত এসেছেন মুসলমান পরিবারগুলি থেকে। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা কম হলেও অনেক তরুণী এবং নারী কাঁথা বানানোর পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছেন।

নানুরে যাওয়া যায় সহজে, সবচেয়ে কাছের স্টেশন বোলপুর। এখান থেকে নানুরের দূরত্ব ১৮ কিলোমিটার। ট্রেনে হাওড়া থেকে বোলপুর যাওয়া যায়, সময় লাগে মাত্র আড়াই ঘণ্টা। গাড়িতে নানুর থেকে কলকাতায় আসতে সময় লাগে চার ঘন্টা।

নানুরের কাঁথা শিল্পী
পুরুষ -৭ | মহিলা - ১৫৬৭

তাজকিরা বেগম – 6296761698
আফরোজা খাতুন – 6294807939
লাভলি বিবি শেখ – 8372994373
নাজমা সুলতানা – 6294827514
আমিনা ইয়াসমিন – 7407737627
মিলি বিবি – 8509779403
সুনহেরা খাতুন – 8509621644
সান্ত্বনা বিনি শেখ – 8389908029
আঞ্জিলা খাতুন – 8108461587

আউশগ্রাম

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম কাঁথাশিল্পের একটি কেন্দ্র। আউশগ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় দু-হাজারেরও বেশি কাঁথাশিল্পীর বাস। আগে এই মহিলারা কাঁথা বানাতেন সময় কাটানোর জন্য। মূলত নিজেদের প্রয়োজন মেটাতেই কাঁথা বানাতেন তারা। কয়েকজন কাজ করতেন শিল্পী হিসেবে, শুধু মিডলম্যানদের অর্ডারে তারা কিছু নির্দিষ্ট কাজ করতেন। এই ব্লকে কাজ হয়েছে মূলত এই ধরনের শিল্পীদের শিল্প নির্ভর উদ্যোগী করে তোলার জন্য। শিল্পীদের দক্ষতা বাড়ানো, নতুন ও উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করে সেগুলিকে সরাসরি বাজারে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে আউশগ্রামের কাঁথাশিল্পীরা হয়ে উঠেছেন স্বাধীন উদ্যোগী। এই বুনন ঐতিহ্যকে তারা সমৃদ্ধ করেছেন, রক্ষা করেছেন এবং প্রসারিত করেছেন। ওয়ারিশপুর, আলেফনগর, ভূয়েরা, বিষ্ণুপুর, পুবার-এর মতো গ্রামগুলি হয়ে উঠেছে আউশগ্রাম ব্লকের ব্যস্ত কাঁথাশিল্প কেন্দ্র। কাঁথাশিল্পকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলারা গোষ্ঠীবদ্ধ এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করছেন। আউশগ্রামের কাঁথাশিল্পীরা কুশন কভার, স্টোল, রানার্স, শাড়ি এবং জীবনযাপনের কাজে লাগে এমন নানা ধরনের জিনিস তৈরি করছেন। তারা অংশ নিচ্ছেন রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে। বননবগ্রামে গড়ে উঠেছে খুচরো বিক্রির জন্য একটা কাঁথাশিল্প কেন্দ্র, যেখানে প্রদর্শিত হয় কাঁথাশিল্পীদের কাজ। কাঁথাশিল্পের সঙ্গে জড়িত এই ব্লকের বাসিন্দা শিল্পীরাই এটা পরিচালনা করেন।

আউশগ্রামের কাঁথা শিল্পী
মহিলা - ২০৩৬

বুল্টি বিবি – 6297017402
ফতেমা শেখ – 9641998925
ইয়াসমিন বেগম – 8926771793
তহমিনা বিবি – 8327375738

"কাঁথা বানানোর মধ্যেই রয়েছে জীবনকে বদলে দেওয়ার শক্তি। এই শিল্প ঐতিহ্যের হাত ধরে এখন বহু মহিলা অতিক্রম করেছেন সীমান্ত এবং জীবনে নিজেদের মতো করে বাঁচছেন।"
- তাজকিরা বেগম

তাজকিরা বেগম শুধু একজন শিল্পী বা শিল্প উদ্যোগী নন, তিনি একজন প্রভাব সৃষ্টিকারী, যিনি বহু মহিলাকে দারিদ্র্যমুক্ত হতে সাহায্য করেছেন এবং নিজেদের সৃজনশীল দক্ষতা নিয়ে সমৃদ্ধির রাস্তায় হাঁটার পথ দেখিয়েছেন। সবে পঞ্চাশ পেরোনো তাজকিরা গত চার দশক ধরে কাঁথা বোনার সঙ্গে যুক্ত। গরীব পরিবারের মেয়ে তাজকিরা ভাগ্যকে জয় করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন এবং একজন নির্ভুল বুনন শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাজকিরা সক্রিয়ভাবে তার এলাকার দারিদ্র্য দূর করার কাজেও যুক্ত। কাঁথাশিল্প নিয়ে এগোনোর জন্য শতাধিক মহিলাকে প্রভাবিত করেছেন তিনি, হয়ে উঠেছেন স্থানীয় মহিলাদের অনুপ্রেরণা। তার নির্দেশিত পথে চলে তারা খুঁজে পেয়েছেন নিজেদের ভাষা এবং স্বাধীনভাবে ক্ষুদ্র হস্তশিল্প উদ্যোগ চালাতে শিখেছেন। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট-এর আনন্দধারা উদ্যোগ তাজকিরার সবাইকে নিয়ে চলার এই ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তৃণমূল স্তরে তাজকিরার এই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কৃত করেছে ওই সংস্থা।

আউশগ্রামের কাঁথাশিল্পী : মহিলাদের ক্ষমতায়নের কাহিনি

পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামে প্রায় ২০০০ কাঁথাশিল্পীর বাস। বহুকাল আগে থেকেই প্রকৃতির কাছ থেকে নেওয়া নানা মোটিফ এবং প্যাটার্ন দিয়ে এই মহিলারা নকশি কাঁথা বুনে আসছেন। নকশি কাঁথা ছিল মেয়েদের বিয়ের তত্ত্বের অঙ্গ। আরসিসিএইচ প্রকল্প মহিলাদের বৈচিত্র্যময় পণ্যদ্রব্য তৈরি করতে উৎসাহিত করেছে। আউশগ্রামের কাঁথাশিল্পীরা বলছেন তাদের ক্ষমতায়নের যাত্রার কাহিনি। যেখানে তাদের অনেকেই সীমানা পেরিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সৃজনশীল কাজগুলিকে উপস্থাপিত করেছেন।

প্রক্রিয়া

সাধারণভাবে অনেকগুলি পুরনো কাপড় একের পর এক সাজিয়ে সূচ দিয়ে সেলাই করে কাঁথা তৈরি হয়। কাঁথা বোনার একাধিক স্তর রয়েছে। এই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্তরা প্রথমে একটা মূল কাঠামো তৈরি করে নেন, এরপর তার ওপর সূচের ফোঁড়ে ফুটিয়ে তোলেন নানা ধরনের মোটিফ দেওয়া ডিজাইন, রঙিন নকশা। ডিজাইনটি কাগজে এঁকে নেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে ডিজাইনটি ভাবা, কাপড়ের ওপর তা এঁকে নেওয়া, সূচের ফোঁড় দিয়ে তা ফুটিয়ে তোলা এবং কাজ শেষ হওয়ার পর তা ধোলাই করা।

এই শিল্পের আদি রূপ সুজনি কাঁথায় একসঙ্গে কিছু ছবি সূচ-সুতো দিয়ে ফুটিয়ে তোলা হয়, এটা যেন এক ধরনের গল্প বলা। পুরনো এবং ব্যবহৃত শাড়ি পরপর সাজিয়ে এবং সূচে গেঁথে এক করে তৈরি হয় এই কাঁথা। আরেক ধরনের কাঁথা হল জটিল সূচিশিল্পের বুননে তৈরি নকশি কাঁথা। ‘নকশি’ কথাটার মানে হল, সূক্ষ্ম ডিজাইন অথবা শৈল্পিক প্যাটার্ন। সৌন্দর্য এবং ঐতিহ্যের কারণে তা স্বতন্ত্র, অনুপম এবং সমসাময়িক হওয়ার কারণেও তা আকৃষ্ট করে। রোজকার ব্যবহারের জন্য তৈরি সাধারণ কাঁথা এবং সূক্ষ্ম সূচিশিল্পের নকশি কাঁথা এখন মহিলাদের ক্ষমতায়নের এক বড়ো শক্তি। কাঁথা হয়ে উঠেছে পরিবারগুলির পরিবর্তন এবং অগ্রগতির চিহ্ন, যা বলছে নারীদের ক্ষমতায়নের যাত্রার কথা।

এস ফাঁস

রান স্টিচ

ব ফাঁস

জিরে ভরাট

চেলি

ক্রস স্টিচ

মাছ কাঁটা চেন

আগোফোড়

বোনা পাড়

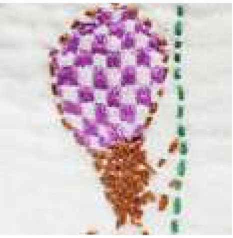
দোরমা

গোলকধাঁধা

করেলা ফাঁস

ঐতিহ্যবাহী
কাঁথা

কাঁথা শাড়ি

বৈচিত্র্যময়
কাঁথা
সামগ্রী

কাঁথা ঘরে তৈরি বস্ত্রজাত পণ্যদ্রব্য। নকশি কাঁথার চাদর নানা উপলক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের উপহার দেওয়া হয়। পুরনো কাপড় দিয়ে তৈরি হয় মেঝেতে পাতার চাদর ও অন্যান্য গৃহসামগ্রী, যেমন বিছানার চাদর, লেপ, শাড়ি ইত্যাদি। কাঁথাশিল্পীরা এখন তৈরি করছেন শাড়ি, স্টোল, শাল, কুশন কভার, ব্যাগ, ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যময় সামগ্রী। বীরভূম এবং পূর্ব বর্ধমানের শিল্পীরা শান্তিনিকেতন এবং বীরভূমের স্থানীয় বাজারের চাহিদা মেটান। অনেক শিল্পী স্থানীয় এবং জাতীয় মেলাতে অংশগ্রহণ করেন এছাড়াও অন্যান্য দোকানেও খুচরো বিক্রি করেন।

টেবিল রুমাল

দেওয়ালে সাজানোর কাঁথা

পোশাক

ব্যাগ

কুশন কভার

বাচ্চাদের কাঁথা

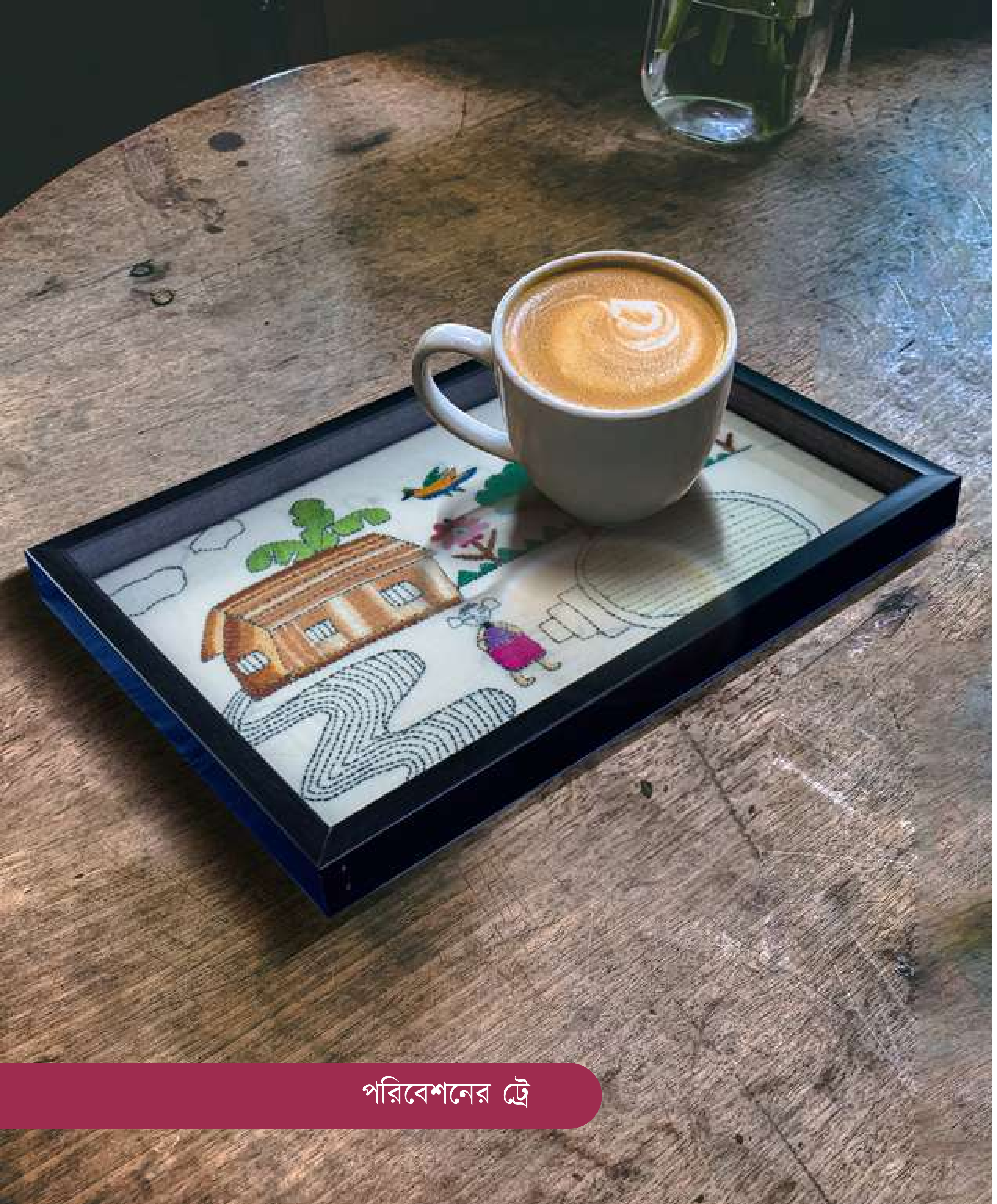

পরিবেশনের ট্রে

ছবির ফ্রেম

উদ্ভাবন

www.rcchbengal.com | www.naturallybengal.com

RuralCraftandCulturalHubs | NaturallyBengal

rcch_bengal

unesco

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal